যেমন রোগ তেমনি রোঝা।

প্রহসন।

ব্রেকফাস্ট (সোকর) প্রণেতা

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত

প্রণীত।

"——গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।

কালিদাস।

কলিকাতা।

১৩ নং এস্প্লেনেড রো।

শ্রীবিহারিলাল রায় দ্বারা

আরটিষ্ট প্রেসে মুদ্রিত।

১২৮৮।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ
বৈদ্যনাথ	বিন্ধ্যবাসিনী
গোকুল বাবু	কাদম্বিনী
পুরন্দর	সৌরভী
হরি	
রমেশ	

প্রতিবাসী, শিবে, ভৃত্য, ইত্যাদি।
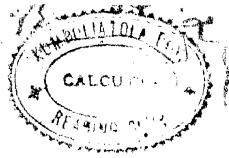
যেমন রোগ তেমনি রোঝা।

প্রথম দৃশ্য।

কুটীরদ্বার।

(বৈদ্যনাথ ও বিন্ধ্যবাসিনী দণ্ডায়মানা।)

বৈদ্য। (সক্রোধে) বলবো না ? অবিশ্যি বলবো, একশ বার বলবো।

বিন্ধ্য। ইস্—বাপ্‌রে, মুখে যেন খৈ ফুটচে।

বৈদ্য। বাপ্, বাপ, বলিস নে, কে তোর বাপ ?

বিন্ধ্য। দূর, পোড়ারমুখো, দূর হ, —বামুনের ঘরেও এমন গরু হয়।

বৈদ্য। 'বামুনের গরু' কি একটা সামান্য বস্তু মনে করেচিস নাকি ?— লোকে কথায় বলে যেন 'বামুনের গরু'।

বিন্ধ্য। বেশ বেশ, তবে তাই তুমি হওগে।

বৈদ্য। তা আর তুই বলচিস কি ?— ওত শাস্ত্রে একেবারে ধরেই লিখেছে, "গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ" কি না গরু আর বামুন সুদ্ধু মানুষের হিতের জন্যেই জন্মেছে

বিন্ধ্য। থাম না, বিদ্যে ত জানি, আর শাস্ত্র মাটী কর কেন?

বৈদ্য। আমার বিদ্যে তুই কি জানবি, তোর বাবা কিছু জেনেছিল।

বিন্ধ্য। আহাহা, কি কথাটাই বল্লেন; গা জল হয়ে গেল আরকি, কেনই যে ঠাক্রুণ তোমাকে আঁতুড় ঘরে নুন গিলিয়ে মারেন নি, বলতে পারি নে।

বৈদ্য। তা হলে কি আর তোমার আইবুড় ঘুচতো?

বিন্ধ্য। তোমাকে বিয়ে করার চেয়ে আইবুড় থাকা শতেক গুণের ভাল। অমন সোয়ামীকে ইচ্ছে হয় আপনার হাতে রোজ সাতবার করে মুড়ো খ্যাংরা মারি।

বৈদ্য। (স্ত্রীর গলাটিপিয়া) কি বল্লি, তোর যত বড় মুখ তত বড় জুতো, (প্রহার) আর বলবি, তুই কি মনে করিস আমি তোকে পারিনি না কি?—(উভয়ে মারামারি)

বিন্ধ্য। (কিয়ৎক্ষণ পরে ভূমে পড়িয়া) ও বাবা গো মলুমগো।

বৈদ্য। 'বাপ' বল্লেই কি ছাড়বো মনে করেছিস? (প্রহার)

(প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। কি ভটচায, কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি,—পরিবারকে কি অমন করে মারতে আছে? (ছাড়াইয়া দেওন)

বিন্ধ্য। যা যা যা, এতক্ষণ আসতে পারিস নি?—যখন দেখলেন মার খেয়ে আমার গতরটা চুন্ন হয়ে গেল, তখন এসে ছাড়াতে এলেন;—কি আমার হিতিষি রে।

প্রতি। (স্বগত) কায নেই বাবা, এর সঙ্গে কথা কয়ে। (প্রকাশ্যে) বলি ভটচাযের আজ আবার কি হচ্চিল?

বৈদ্য। আজ আমাদের দুপুরে মাতন।

প্রতি। সেই রকমই দেখচি, তা স্ত্রীকে কি নিত্যি নিত্যি অমন করে মারতে আছে?—

বিন্ধ্য। খুসি মারবে তোর সে কথায় কায কি?—কে তোকে শালকে মধ্যস্ত কত্তে ডাকচে?—তুই এখনি বেরো।

প্রতি। হ্যাঁ গা তোমার ভাল কল্লেম বলেই কি তার এই পুরস্কার।

বিন্ধ্য। তোর মুয়ে আগুন, কি ভাল করেচিস আগে বল। আমার যখন হাড় ভেঙ্গে গেল, তখন ত এলি তামাসা দেখতে; তোর আর ভালাইয়েতে কায নেই,—তুই যা। (প্রস্থান)

প্রতি। তা যাচ্চি।—দেখ ভটচায তবে আরও উত্তম মধ্যম গোচ হোক।

বৈদ্য। তা তোমার কথায় কখন হবে না, আমার যখন মাত্তে ইচ্ছে হবে তখন মারবো, যখন মারতে ইচ্ছে হবে না তখন কখনই মারবো না, ও আমার মাগ বৈ তোমার নয়।

প্রতি। হাঁ তার আর সন্দেহ কি? (স্বগত) কায নেই বাবা আর মধ্যস্থিতে, সরে পড়া যাক; এ রকম মাতলামি কাণ্ডও কখন দেখি নে। একেই বলে 'ম'ষের সিং বাঁকা, আর যোঝবার সময় একা'। (প্রস্থান)

বৈদ্য। নেশার ঝোঁকে, মিছি মিছি আজ ব্রাহ্মণীটেকে গোবেড্রেং করে ঠেঙ্গিয়েচি। তা যা হোক ডেকে দুটো

মিষ্টি কথা কয়ে ভাব করা যাক্, নৈলে রেগে যদি না রাঁধে ত শর্ম্মাকেই হাত পোড়াতে হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ব্রাহ্মণী, ও ব্রাহ্মণী, বলি একবার এদিকে এস, রাগ করো না, আমার মাথা খাও, একবার এস, দেখচি নিতান্তই আসবে না, আমাকেই যেতে হলো।

(প্রস্থান ও ব্রাহ্মণীর হস্তধরিয়া পুনঃ প্রবেশ।) — ছিঃ কিছু মনে করো না, স্ত্রী পুরুষে ঘর কত্তেগেলে সকলকারই এই রকম হয়ে থাকে। রাগ করো না ওকে বলে পিরীতের ঝকড়া (গণ্ড ধরিয়া) "পিরীতি করিতে গেলে দুঃখ সুখ সইতে হয়"।

বিন্ধ্য। (হস্ত সরাইয়া) যাও, যাও, আর ন্যাকরা করতে হবে না। দেখ দেকি সমস্ত গাটা একেবারে রাঙ্গা হয়ে ফুলে উঠেচে।

বৈদ্য। কৈ দেখি, এই বুঝি তোমার রাঙ্গা? ও হরি, রাঙ্গা হলে ত বাপের সঙ্গে বত্তে যেতুম, ওযে বেগুনী।

বিন্ধ্য। হুঁ, আর নিজে কি? পোড়া আরসিও কি যোটেনি, যখন রাঙ্গা বনাত খানি গায়ে দিয়ে বার্ষিক সাধতে যাও, তখন যে ঠিক কুঁচ্‌টীর মতন দেখায়।

বৈদ্য। তা নৈলে আর তোমার সঙ্গে মিলবে কেন? "যেমন দেবা তেমনি দেবী," "যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা।"।

বিন্ধ্য। আর ভঙ্গিমেতে কায নেই, এমনি লেগেছে, জ্বলচে।

বৈদ্য। কিছু মনে কর না, আমি এখুনি ফুল তুলে এনে পূজো করেই, তোমার সেবা করবো। (প্রস্থান)

বিন্ধ্য। (গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে) উঃ পোড়ারমুখো এমনি মেরেছে, সারা গাটা একেবারে দাকড়া দাকড়া করে দিয়েছে। বাপরে, নেশাখোরের মাগ হওয়া যে কি জ্বালা তা যারা হয়েছে তারাই জানে, কেবল মার খেতে খেতেই গতরটা চুন্ন হয়ে যায়। পোড়া প্রাণটা বেরয় ত বাঁচি, নিত্যি নিত্যি আর এমন করে বকুনি আর ঠ্যাঙ্গানি খেতে পারিনে। ইস্ জায়গায় জায়-গায় কালশিরে পড়েছে, আচ্ছা আজ আসুক কালা-মুখো এর শোধ নেবই নেব।

(হরি ও রমেশের প্রবেশ।)

হরি। আচ্ছা, এস দেকি এই স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করি। হাঁ গা, এখানে কি কেউ বোবার বৈদ্য আছেন?

বিন্ধ্য। কেন?

হরি। যদি কেউ থাকেন ত অনুগ্রহ করে আমাদের বলে দিলে বড় বাধিত হই।

বিন্ধ্য। তোমাদের কে বোবা হয়েছে গা?

হরি। আমাদের বাবুর কন্যা সম্প্রতি বোবা হয়েছেন, তা সকলে বল্লে এই গ্রামে একজন ভাল বোবার বৈদ্য আছেন, তা তাই আমরা তাঁকে নিতে এয়েচি।

বিন্ধ্য। তাঁর নাম কি?

হরি। নামটী আমরা ভুলে গিয়েচি।

বিন্ধ্য। নাম না জানলে কি করে বলবো? (স্বগত) ওরা ত বদ্দির নাম ভুলে গেছে, তা আচ্ছা আমিই কেন আমার

পোড়ার মুখোকেই বদ্দি বলে দেখিয়ে দিই না (চিন্তা) হাঁ, সেই কথাই বেশ, তা হলেই এরা আচ্ছা করে ঠ্যাঙ্গাবে, আর আমারো গায়ের ঝাল যাবে।

রমে। হাঁ গা চুপ করে ভাবচেন কি ?

বিন্ধ্য। ভাবচি কি, তোমাদের মেয়েটীর রোগের কথা শুনে আমার বড় দুঃখু হচ্চে।

হরি। তার আর একবার করে, বলতে, বোবা হয়ে যাওয়া কি কম দুঃখের কথা, বিশেষ আইবুড় বয়েসে।

বিন্ধ্য। সুধু সে জন্যেও নয় গো, বদ্দি থাকতে যে রোগের চিকিচ্ছে হবে না, সেইটাই বড় দুঃখের বিষয়।

রমে। তবে কি এই গ্রামেই একজন বদ্দি আছেন ?

বিন্ধ্য। আছেন বটে, কিন্তু সে থাকা না থাকা সমান, কেন না তিনি ত এখন আর চিকিচ্ছে করেন না।

রমে। কারণ ?

বিন্ধ্য। তা ত কিছু বলতে পারিনে। কিন্তু যা হোক বাবু এমন বদ্দি কখন কোথায় দেখিনে। এই আমাদের সেখানকার একটী মেয়ে নোক, অমনি আইবুড় বয়েসে বোবা হয়ে গেছল, তা কত বদ্দি দেখালে, কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, শেষে ওঁকে নিয়ে গেল, সে যে করে নিয়ে গেল, বলতে গেলে হাসিও আসে, দুঃখও হয়, থাক সে কথায় আর কায নেই, তারপর বাবু গিয়েইত একটা কি ওষুধ দিলে, আর কি আশ্চর্য্যি বল্লে না পিত্যয় করবে, তখুনি সে কথা কইতে লাগল।

হরি। চমৎকার চিকিচ্ছে ত।

রমে। কোথায় তিনি থাকেন?

বিন্ধ্য। থাকেন এই খানেই, তবে নিয়ে যাওয়াই মুস্কিল।

রমে। আচ্ছা তাঁরা কি করে নিয়ে গিয়েছিলেন?

বিন্ধ্য। সে ঢের কথা, বলতে দুঃখু হয়, পাছে তোমরা ও তাঁকে তেমনি করে কষ্ট দিয়ে নিয়ে যাও।

হরি। আমরা কষ্ট দেব কেন?

বিন্ধ্য। তা না দিলেত হবে না, তাঁকে না মাল্লে তিনি যাবেন না।

হরি। সে কি, তবে কি তিনি পাগল নাকি?

বিন্ধ্য। এমন কিছু বেশী পাগল নয়, তবে কিনা কতকটা যেন আপ্তবিস্মৃতির মতন।

রমে। সে কি রকম?

বিন্ধ্য। কি রকম? এই মনে কর তোমরা তাঁকে ডাকতে যাবে, তা তিনি হয় ত বলবেন "আমি বদ্দি নই," আর তোমরা ত কিছু সে কথা শুনবে না, ঢের করে বলবেই, তিনি তা কিছুই শুনবেন না, কাযে কাযেই তোমরা তাঁকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, আর তা কত্তে গেলেই ক্রেমে ঠোনাটা ঠানাটা না দিলে আর হয় না।

হরি। কি আশ্চর্য্য এত বড় লোকের এমনি পাগলামি।

বিন্ধ্য। আবার যে দিন একটু বেশী বাই বাড়ে সেদিন কিছু বেশী রকম না কল্লে আর জ্ঞানের ঠিক হয় না।

রমে। আচ্ছা দেখি আমরা যদি প্রথমে ভাল মানুষি করে

তাঁকে নিয়ে যেতে পারি ত ভালই, নৈলে যেমন বল্লেন সেইরূপই করবো।

হরি। আচ্ছা তিনি এখন আছেন কোথায়?

বিন্ধ্য। আমি এই মাত্তর দেখে আসচি, তিনি ঐ বাগানটাতে ফুল তুলচেন, তবে আর তোমরা দেরি করো না, কি জানি নৈলে যদি চলে যান।

রমে। তা আমারা এখুনি যাচ্চি।

হরি। কি আর বলবো, আপনি আমাদের বড় উপকার করেছেন।

বিন্ধ্য। সে কথা এখন বলো না, যদি তোমরা তাঁকে ঐ ফিকির করে নিয়ে যেতে পার তবেই উপকার করা হবে, নৈলে সকলি মিছে।

রমে। তা আমরা তাঁর একবার দেখা পেলে, আর ছাড়চিনে।

হরি। তবে আমরা চল্লেম। (উভয়ের প্রস্থান)

বিন্ধ্য। কিন্তু দেখ যেন আসল ফিকিরটা ভুল না। (স্বগত) এইবারে পোড়ারমুখো আমি তোমার ঈশের মূল পাঠালেম, জান না রে হতভাগা মেয়ে মানুষের বল না থাকুক, কৌশল কত আছে, ভগবান বুজেই মেয়েকে দুর্ব্বল করেচেন। এত ছল, এত কৌশলের উপর যদি আবার বল থাকত, তা হলে ত পুরুষগুলোকে আস্ত ভ্যাড়া করে রাখত। তা যা হোক, এখন এরা আচ্ছা করে মাত্তে পারে ত বড় খুসী হই, আর সয়না, হতভাগা হাড়হাবাতে হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েচে। যাই রান্না বান্না গুল দেখিগে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাননাভ্যন্তর।

(সাজী হস্তে বৈদ্যনাথের পুষ্প চয়ন।)

বৈদ্য। বস্, আর কায নেই, অনেক ফুল তোলা হয়েছে, এইবারে বাড়ী যাই। না, না, আর কতকগুল ভাল ফুল তুলি, (তথাকরণ) আজ মিছি মিছি ব্রাহ্মণীটেকে গোবেড়েং করে ঠেঙ্গিয়েছি, এই ফুলগুল গেঁথে খোঁপায় পরিয়ে দিলে বড় খুসি হবে। এরা কে ?

(হরি ও রমেশের প্রবেশ।)

হরি। ওহে, আমার বোধ হয় ইনিই তিনি।

রমে। জিজ্ঞাসাই কর না কেন।

হরি। (অগ্রসর হইয়া) মশায় আপনি কি বৈদ্য ?

বৈদ্য। আমি ত আমি আমার কোন পুরুষে ও বদ্দি নয়।

রমে। (জনান্তিকে) ওহে তবেত সে স্ত্রীলোকটী যথার্থ বলেছিল। (প্রকাশ্যে) মশাই আপনি বৃথা ওজোর করেন কেন; আমরা পূর্ব্বেই সব জেনেছি।

বৈদ্য। কি জেনেছ ?

রমে। আপনি পৃথিবীর প্রধান চিকিৎসক, বিশেষ বোবার।

বৈদ্য। তবে ত সকলি জেনেছ।

হরি। মশায়, আপনার নাম ?

বৈদ্য। শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মা।

হরি। আজ্ঞে বৈদ্যনাথ যে আপনার নাম হবে, তার আর

ভুল কি ? তবে যদি একবার অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে আসেন ত বড় বাধিত হই।

বৈদ্য। কেন কি হয়েছে, আমাকে তোমাদের কি প্রয়োজন ?

হরি। প্রয়োজন যথেষ্ট, আপনি না গেলে আমাদের বাবুর কন্যার রোগ আরাম হবে না।

রমে। বড় অধিক দূর যেতে হবে না, এই নিকটেই, গোকুল বাবুর বাড়ী।

বৈদ্য। তা আমি গিয়ে কি করব ?—আমি ত আর বৈদ্য নই।

হরি। আজ্ঞে আপনাকে ত আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, আপনি কেন বৃথা ওজোর কচ্চেন, আমরা কিছুই শুনবো না, আপনাকে যেতেই হবে।

বৈদ্য। কোথাকার পাগল হে তোমরা ?—কে বদ্দি তার ঠিকানা নেই, " আপনাকে যেতেই হবে। " চল, চল, আমার ঢের কর্ম্ম আছে। (অপরদিক দিয়া প্রস্থানোদ্যোগ।)

রমে। তবে দেখচি প্রকৃত ব্যবস্থাই করতে হলো।

হরি। দাঁড়ান না মশায়, চল্লেন যে;—তবে কি আপনি নিতান্তই যাবেন না।

বৈদ্য। আমার যাবার ফল কি ;—আমিত বদ্দি নই।

রমে। ও অমনি হবে না।

হরি। তবে আপনি বৈদ্য নন ?

বৈদ্য। না, না, না।

উভ। না ত তবে শেখাচ্চি। (প্রহার)

বৈদ্য। এঁকি, সুধু সুধু মার কেন ?—উঃ লাগে যে, আর মের না, মেরে ফেলবে না কি ?—

হরি। আচ্ছা আর মারব না, তবে এইবারে চলুন।

বৈদ্য। আচ্ছা, আমি তোমাদের কি কল্লেম, যে তোমরা আমাকে ধমাধম মাত্তে লাগলে, তোমরা ত বড় বেয়াড়া জবরদস্ত লোক দেখচি।

রমে। আমরা কি আর ইচ্ছা করে মেরেচি, আপনিই ত ইচ্ছা করে মারখেলেন।

বৈদ্য। মার আবার কে কোথায় ইচ্ছে করে খায়।

হরি। তা যা হবার হয়েছে, কিছু মনে করবেন না, বস্তুতঃ মশায় আপনাকে মেরে আমাদের অত্যন্ত আন্তরিক কষ্ট হচ্চে।

বৈদ্য। আমারও আন্তরিক শারীরিক দুই। (স্বগত) কি আপদ, এমন গেরোতেও মানুষে পড়ে, কোথাও কিছু নেই,— আমি বেচারা ফুল তুলেচি—আর কোত্থেকে দুবেটা হোঁতকা এসে কোঁতকাতে লাগল।

রমে। দাঁড়িয়ে রৈলেন যে, আসুন।

বৈদ্য। (স্বগত) আবার নিয়ে যেতে চাচ্চে, কোথায় নিয়ে যাবে তার ও ঠিক নেই। এদিকে মারচে, কিন্তু আবার মান্য করেও কথা কয়, আবার মেরেওবলে 'বড় কষ্ট হচ্চে'। এরকম লোক ত কখন দেখিনে।

কে জানে ব্যাটারা কি মতলবে এয়েছে। যাই হোক আমি পালাই ;—তাও বা পারি কৈ, যে দুব্যাটা যমল-অৰ্জ্জুনের মতন দাঁড়িয়ে আছে, পলাতে গেলেই হয়ত আর কসে ঠ্যাঙ্গাবে।

হরি। দাঁড়িয়ে ভাবচেন কি ?—আসুন না।

রমে। ওহে আমার বোধ হয় এখনো বেশ জ্ঞানের ঠিক হয় নি। আমি বলি কি আবার একবার মন্ত্র ঝাড়া যাক্।

বৈদ্য। না বাবারা, যে মন্ত্র ঝেড়েছ আর ঝেড়ে কায নেই, আমার বেশ জ্ঞানের ঠিক আছে।

হরি। ভাল কথা বলেছ, উনি যে আবার আপ্তবিস্মৃতি।

রমে। আচ্ছা, আপনি যে একজন বৈদ্য তা এখন বেশ বোধ কত্তে পাচ্চেন ?

বৈদ্য। সে আর বলতে, হাড়ে হাড়ে বোধ হচ্চে।

রমে। তবে এই বারে শীঘ্র আসুন, কি জানি আবার যদি ফের ভুলে যান।

বৈদ্য। ও আর ভুলবার যো নেই, বাবারা,—ও একবার গাঁটে গাঁটে লেখা রইল।

হরি। তবে চলুন।

বৈদ্য। হাঁ যাচ্চি (স্বগত) যদি যাই ত নিশ্চয়ই তা হলে মেরে ফেলবে, আর যদি না যাই ত তার নমুনো দেখিয়েছে। কি করি ?—এযে সেই 'রামে মারলেও মারে রাবণে মারলেও মারে' গোচ কল্লে। কে জানে বাবা আজ অদেষ্টে কি আছে। যাই হোক ব্যাটাদের সঙ্গে, না

গেলে আর নিস্তার নেই, দেখিই না "কোথাকার জল কোথায় মরে।

রমে। আর বিলম্ব কচ্চেন কেন?—

বৈদ্য। চল, (স্বগত) ব্যাটারা যেরূপ মান্য করে কথা কইছে, তাতে বোধ হয়, এরা মেরে কখনই ফেলবে না, আর তাইকি সুধু সুধু একটা মানুষকে, শত্রু নয়, কিছুই নয়, প্রাণে মারতে পারে, হাজার হোক রক্ত মাংসের শরীর ত বটে। তা বা হোক, এরা যদি আমায় প্রাণে না মারে, আর সত্য সত্যই বদ্দি করায়, তা হলে আমাকেও বদ্দিগিরিটে ভাল করে ফলাতে হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ বাবাগণ, (করযোড়ে) আমি গলায় কাপড় দিয়ে বলচি, তোমরা যে থানে নিয়ে যাবে যাব, যা হতে বলবে তাই হব, কিন্তু একটী কায করো,—প্রাণে মের না, আমি গেলে আমার ব্রাহ্মণী অঞ্চলের নিধি হারা হবে।

হরি। আপনি বৈদ্যরাজ, আপনাকে আমরা চিকিচ্ছে করাতে নিয়ে যাচ্চি, মেরে ফেলবো কেন? ও কথা ভাবচেন কেন?—চলুন আপনার কোন চিন্তা নেই।

বৈদ্য। কি জানা বাবারা, তোমাদের ভাব দেখলেই ভাবনা হয়, আর চিন্‌তে না পাল্লেই চিন্তা হয়।

হরি। আসুন, এই নিন আপনার পাথেয় (হস্তে মুদ্রা প্রদান।)

বৈদ্য। (গ্রহণকরিয়া) তবে চল, আর বিলম্ব কেন, "শুভস্য

শীঘ্রং ”।—কিন্তু দেখ বাবাগণ, যেন কেঁতিকানির শোধ হয়।

হরি। তার জন্যে আপনাকে কিছু বলতে হবে না; আপনি যদি বাবুর মেয়েটীকে আরোগ্য করে দেন, তা হলে তিনি আপনাকে যে কত দূর সুখী করবেন তা বলতে পারি নে। এমন কি যা চাইবেন তাই পাবেন।

বৈদ্য। তবে ত তোমাদের বাবুর মেয়ে নিশ্চয়ই আরাম হবেন। চল, (উর্দ্ধদৃষ্টে) বাবা বিশ্বনাথ, মুখ তুলে চেয়ে দেখ বাবা, যেন গরিব ব্রাহ্মণের প্রাণটী বেঘোরে পড়ে মারা না যায়!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বৈঠক খানা।

(গোকুলবাবু ও হরির প্রবেশ ও উপবেশন।)

গোকু। বল কি হে এমন পাগল?

হরি। সে কথা আর বলেন কেন, যে করে এনেছি তা আর কি বলবো।

গোকু। কি আশ্চর্য্য!—আচ্ছা এখন আসচে না কেন, পালায় নি ত?

হরি। তার বড় ভয় নেই রমেশ বাবুর কাছ থেকে পালান বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু আপনাকে একটী কথা বলি, যদি তিনি এখানে এসে কোন রকম পাগলামি করেন, ত আপনি কিছু ব্যাজার হবেন না, আমরাই তার ব্যবস্থা করে নেব।

(ভৃত্যের প্রবেশ ও বাবুর হস্তে হুকা দিয়া প্রস্থান।)

গোকু। বিলক্ষণ, সেই পাগল, আমি ত আর পাগল নই। সে যদি আমার মেয়েকে আরাম করতে পারে, ত আমাকে মারলেও কিছু বলবো না। (সদীর্ঘ নিশ্বাসে) মেয়েটীর জন্যে আমার ভারি ভাবনা হয়েছে।

হরি। আর বড় আপনাকে তার জন্যে ভাবতে হবে না, ইনি নিশ্চয়ই আপনার কন্যাকে আরোগ্য করবেন।

গোকু। ঈশ্বর করুন তাই হোক, আমার ত আর রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কিসে আমার কাদু আরাম হবে, কিসে আমার জাত কুল থাকবে, এই ভাবনাই দিবানিশি ভাবচি।

হরি। সে সম্বন্ধের কি হলো?

গোকু। আমি ত তাঁদের অনেক স্তোক দিয়ে রেখেছি, বলেচি আর এক মাসের মধ্যে যদি কাদু নিতান্তই আরাম না হয়, তা হলে আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করবেন।

হরি। এই যে আসচেন।

(রমেশ ও বৈদ্যনাথের প্রবেশ)

গোকু। (সসম্ভ্রমে) আস্তে আজ্ঞে হোক বৈদ্যরাজ, আসুন।

বৈদ্য। বৈদ্যরাজ নই, বৈদ্যনাথ।

গোকু। আজ্ঞে আপনাকে সকলই শোভা পায়, বসুন। তবে মশায়, আমার জন্যে আপনি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন?—সে যা হোক, তার জন্যে কিছু ক্ষুণ্ণ হবেন না।

বৈদ্য। আজ্ঞে হাঁ, ক্ষুণ্ণ হতে হতেই বেঁচে গিয়েছি।

গোকু। সে কথা আর মনে করবেন না, আমার অপরাধ হয়েছে।

বৈদ্য। তা আর বলচেন কেন, ও ত শাস্ত্রেই বলেছে, "পরাপরাধেন পরাপমানং," কিনা এক জনের অপরাধ না হলে ত আর অপরের অপমান হয় না।

গোকু। তবে বৈদ্য মহাশয়!—

বৈদ্য। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমাকে বৈদ্য বলে আর কেন গালাগাল দেন? শাস্ত্রে বলে "অম্বোষ্ঠা খচরা বৈদ্য," হতে ইচ্ছা হয় আপনি হোনগে।

গোকু। তবে কি আপনি জাত বৈদ্য নন?—ব্রাহ্মণ? প্রণাম।

বৈদ্য। "জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাম্ পক্ষে ধর্মাধর্মঃ।" (স্বগত) দূর হোক, শেষটা মনেই এলো না।

গোকু। মশায়ের নাম?

বৈদ্য। শ্রী—বৈদ্য—নাথ—শৰ্ম্মা, উপাধি বিদ্যা-বাচস্পতি।

গোকু। তবে যে মশায়ের এ ব্যবসা করা হয়?

বৈদ্য। ঐ ব্যবসা, আমি কি আমার কোন পুরুষে কখন করে নি। তবে এঁরা দুজনে আমাকে আজ বদ্দি করেছেন, তাই হয়েচি।

গেকু। এঁরা আপনাকে বদ্দি কল্লেন কি রূপ?

বৈদ্য। সে ঢের কথা যদি শুনতে চান ত বলি।

গোকু। অনুগ্রহ করে বল্লেই শুনবো।

বৈদ্য। তবে শুনুন, কিন্তু রাগ করবেন না?

গোকু। শুনলে, আর রাগ হবার ত কোন কারণ হতে পারে না।

বৈদ্য। আচ্ছা তবে বলি,—আজ সকালে আমি যখন ফুল তুলছিলেম, ওঁরা দুজনে গিয়ে আমাকে বল্লেন, 'আপনি বৈদ্য,' 'পৃথিবীর প্রধান চিকিৎসক,' হেন তেন এমনি কত কথা বলতে লাগলেন। আমি যত বলি না আমি বৈদ্য নই, ওঁরা ততই রেগে আমাকে বল্লেন, "আপনি বৈদ্য নন?' আর যেই বলেছি না,' অমনি দুজনে পড়ে ধড়াধড় এমনি করে মারতে লাগলেন। (বাবুকে প্রহার) আমি অমনি ভয়ে বৈদ্য হলেম।

গোকু। করেন কি মশায়, তা বলে আমাকে মারচেন কেন? এযে আমি—আমি।

বৈদ্য। আপনি বৈদ্য নন?

গোকু। আমি বৈদ্য কেন? আপনি যে বৈদ্য।

বৈদ্য। মশায় কিছু মনে করবেন না, আপনাকে মেরে আমার

অত্যন্ত কষ্ট হচ্চে।

রমে। দেখচেন মশায় কি রকম পাগল।

বৈদ্য। (বাবুর প্রতি) আচ্ছা, আপনি যে একজন বৈদ্য তা এখন বেশ ঠাওরাতে পাচ্চেন?

রমে। ওহে আমার বোধ হয় আবার খেয়াল চেপেছে; ওষুধ-দাও।

বৈদ্য। (করজোড়ে) দোহাই বাবারা আর ওষুধে কায নেই, এবার ওষুধ দিলেই আমার জ্ঞাত গোত্রের ওষুধ হবে।

রমে। সাবধান, আর যেন অমন না হয়।

বৈদ্য। যে আজ্ঞে বাবাগণ, (স্বগত) যে দুবেটা চণ্ড মুণ্ড দাঁড়িয়ে আছ, দেখেই আমার ভয়ে আত্মাপুরুষ ধানি লঙ্কা হয়ে গেছে।

হরি। মশায়, এইবারে আবার জ্ঞান এসেছে। এর মধ্যে যা জিজ্ঞাসা করতে হয় করুন।

গোকু। আবার কথা কয়ে কি আবার মার খাব, 'ন্যাড়া কবার বেল তলায় যায়?'

হরি। তা হলে ত সকলি মিথ্যে হলো।—এত করে ওঁকে আনবারই বা কি প্রয়োজন ছিল?—যা হবার তা, হয়ে গেছে, ওকথা আর মনে করবেন না, এখন যে বিপদে পড়েছেন, তা হতে উদ্ধারের পথ আগে দেখুন। যাতে আপনার কন্যাটী আরোগ্য হন, তার চেষ্টা আগে করুন। এখন কি রাগ করবার সময়?—রাগ করবেন না, রাগ চণ্ডাল।

রমে। একটা সামান্য বিষয়ের জন্যে রাগ করে, কি আপনার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জাত, কুল, মান, কন্যা, সকলই হারাবেন ?—করেন কি ?—যা বলতে হয় এই বেলা বলুন।

গোকু। আচ্ছা বলবো, কিন্তু তোমরা দেখ, এবার যেন বেটা কোন রকম পাগলামি না করে।

হরি। আজ্ঞে না, তা আর বলতে হবে না, এবার অবধি সাবধানে রৈলেম,—জিজ্ঞাসা করুন।

গোকু। কবিরাজ মশায় আমি ত আমার কন্যার রোগের জন্য বড়ই ভাবিত আছি।

বৈদ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা হবেন বৈ কি।—তাঁর হয়েছে কি ?

গোকু। আপনি শুনুন, সমস্ত কথা ভেঙ্গে বলি।

বৈদ্য। আজ্ঞে না তা হবে না, আপনি কথা ভেঙ্গে বল্লে আবার যুড়ে নেব কি করে, আপনি আস্তই বলুন।

গোকু। (ঈষদ্ হাস্যে) আচ্ছা তাই শুনুন,—আজ মাস চেরেক হলো, একদিন সকালে শুনলেম, আমার কন্যা গোঁ গোঁ করে শব্দ কচ্চে, বালিসে মুখ ঘষড়াচ্চে, আর কথা কইতে পারে না। তারপর অমি ত তখনি বৈদ্য আনিয়ে দেখালেম, তখন তিনি কিছু ঠাওরাতে পাল্লেন না, শেষে আর অনেক বৈদ্য অনেক হকিম এসে চিকিৎসা করলেন কেউ কিছুই করতে পারলেন না, সকলেই বল্লেন যে ও আর কথা কইতে পারবে না, বোবা হয়ে গেছে।

বৈদ্য। তা আচ্ছা চলুন, একবার আমি দেখি দেকি, যদি

কথা কওয়াতে পারি।

গোকু। আচ্ছা, আসুন (উভয়ের প্রস্থান।)

রমে। উঃ লোকটা কি ভয়ানক পাগল্, বাবুকে সুদ্ধ মেরে বসলো।

হরি। তা আর বলতে,—চল আমরা ও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুরের গৃহ।

(খট্টোপরি কাদম্বিনী সয়িতা পার্শ্বে সৌরভী দণ্ডায়মানা।)

সৌর। ধন্যি মেয়ে তুমি, এমন করে আর কতদিন থাকবে বল দেকি? আমরা হলে ত একটী দিনও কথা না কয়ে থাকতে পাত্তেম না। আচ্ছা মিচি মিচি এ কষ্টটা করবার গরজ কি?—কথা কইতে না পারা কি কম কষ্ট?—নোক এক ডণ্ড চুপ্মেরে থাকতে পারে না, আর তুমি এই চার মাস কাল কথা না কয়ে আছ। আর না জানি কত কালই থাকবে। আমি আজই বাবুকে বলবো।

কাদ। (ঘাড় নাড়িয়া) উঁ হুঁ।

সৌর। আর উঁ হুঁ কল্লে কি হবে? তোমার কি বাবু, তুমি ত মজা করে শুয়ে আছ, আর অক্কাগুলু নন্দামায়

ফেলচ, এদিকে আমার যে চিঠি বইতে বইতে পায়ের স্তো ছিঁড়ে গেল। আর বাবুর যে মিচিমিচি এতটা টাকা খরচ হচ্চে একি গায়ে সয়, বড় ঘরে জম্মেচ বলেই কি টাকাকে খোলাস্কুচি মনে করতে হয়?— মাইরি বলচি আমার দেখে গা গিস্ গিস্ করে।—ঐ বাবু আসচেন।

(গোকুল বাবু ও বৈদ্যনাথের প্রবেশ।)

গোকু। এই আমার কন্যা, এরই অসুখ হয়েছে—দেখুন।

বৈদ্য। এই রুগী, কৈ এর মুখ দেখলে ত তা বোধ হয় না,— হ্যাঁগা, বাছা তোমার অসুখটা কি বলত।

কাহু। আঁ ইঁ ইঁ।

বৈদ্য। কি বল্লে?

কাহু। আঁ ইঁ আঁ ইঁ ইঁ।

বৈদ্য। কি, কি, কি?

কাহু। আঁ অঁ এ আঁ ইঁ ইঁ।

বৈদ্য। (সবিদ্রুপে) আ্যা-আ্যাঁ-অঁ-ইঁ-এঁ, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে ভাল করে বল, -আঁ-ইঁ- অঁ।

গোকু। ও যদি ভাল করেই বলতে পারবে, ত তবে আর এত কষ্ট দিয়ে আপনাকে আনবার প্রয়োজন?—ওর ওই রোগ।

বৈদ্য। বটে, তবেত রোগটা বড় বকাটে তর দেখচি। আচ্ছা হাত দেখি (তথাকরণ) হুঁ নাড়ীতেও বেশ বোবা

বলে বোধ হচ্চে।

গোকু। হাঁ, রোগটা আপনি ঠিকই ঠাউরেচেন।

বৈদ্য। বলেন কি মশায়, আমরা কি এতই গাধা যে সামান্য একটা রোগ আর ঠাওরাতে পারব না! যিনি যা বলুন, আমি একে বোবা বই আর কিছুই বলিনে। তা যা হোক কোন চিন্তা নেই, চিন্তামনিই চিন্তা দূর করবেন।

গোকু। আপনার ভরসা পেলেই ভরসা হয়, ওই আমার এক-মাত্র কন্যা বলেন কন্যা, পুত্র বলেন পুত্র।

বৈদ্য। আজ্ঞে তা কি করে বলবো, আমি কি মশায় নেসা করে এসেছি যে একটা সাক্ষাৎ জল জেন্ত কন্যাকে পুত্র বলবো।

গোকু। আজ্ঞে হাঁ তা বটে,—ঐ দেখুন আপনার কথা শুনে কাদু হাসচে।

বৈদ্য। তা হয় ত ভাল, শাস্ত্রে বলে রোগীর হাসি বড় সুলক্ষণ।—আর কি বল্লেন, আপনার মেয়ের নাম কদু?

গোকু। না, ডাকি কাদু বলে,—নাম কাদম্বিনী।

বৈদ্য। কাদম্বিনী রোগীর পক্ষে বড় ভাল নাম, তা জানেন মশায় আমাদের শাস্ত্রে বলে "রোগীনামৌষধং দেয়ং" কি না রোগীর পক্ষে ভাল ঔষধ ও যেমন আবশ্যক, ভাল নাম ও তেমনি,—দুই সমান আবশ্যক।

গোকু। হাঁ, তা আপনি যখন বলচেন তা হবে। কিন্তু মশায় এ রোগের উৎপত্তির কারণ কি?

বৈদ্য। কারণ এমন কিছু বিশেষ নাই, তবে কি না কথা কইতে না পারাই এর প্রধান কারণ।

গোকু। আচ্ছা কইতেই বা পারেন না কেন?

বৈদ্য। সে বিষয়ে বড় বড় লোকের বড় বড় মত আছে।

গোকু। একবার সে গুলো কি অনুগ্রহ করে বলবেন?

বৈদ্য। বলতে কোন আপত্তি নাই, তবে কিনা আবার অনেক গুলো সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ করতে হয়,—আপনি সংস্কৃত জানেন?

গোকু। আজ্ঞে না, একটী বর্ণও নয়।

বৈদ্য। বলেন কি সংস্কৃত জানেন না? (স্বগত) তবে ত আমার পক্ষে বড় ভালই হয়েছে। (প্রকাশ্যে) তা আচ্ছা তবে ওরই মধ্যে দু একটা মত আপনাকে শুনিয়ে দি।

গোকু। তবে বলুন।

বৈদ্য। স্মার্ত্তের মতে এটা "জীবন্নপি ন জীবনং" কি না জিব থেকে যেন জিব নেই, অর্থাৎ জিহ্বার যে কার্য্য কথা কওয়া, সেটা যদি জিহ্বা সত্ত্বেও না হয়, তা হলে সে জিহ্বা থাকা না থাকা সমান,—বটে কি না?

গোকু। আজ্ঞে যা বলচেন তা সত্য।

বৈদ্য। আর ন্যায়ের মতে বলে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধুমাৎ" কি না পর্ব্বতে যদি বহ্নিই রইল, তবে ধূম ও অবশ্য থাকবে, কেন না পরস্পর বাধ্য বাধক সম্বন্ধ। উল্লুক ভট্ট এর টীকায় বড় চমৎকার কার্য্য কারণ ভাব দেখি-

য়েছেন; তিনি বলেন, বহ্নি আর ধূমের কার্য্যই পর্ব্বতের আলোর আর অন্ধকারের কারণ। তাই দেখে মল্লিনাথ শুঁড়ী টিপ্পুনি করেছেন, যদি একই পর্ব্বতে আলো হওয়া আর অন্ধকার হওয়া এই উভয় বিপরীত শক্তিই রইল, ত তবে একই মুখে কথা কওয়া আর কথা না কওয়া এই উভয় বিপরীত শক্তিই বা কেন না থাকবে?—অবিশ্যি থাকবে, একশবার থাকবে, না থাকে ত হাত কেটে ফেলবো।

গোকু। আজ্ঞে হাঁ, যা বলচেন তা সত্য।

বৈদ্য। আমি বলবো কেন?—শাস্ত্রে যে এ সকল কথা একেবারে ধরে লিখেছে। আর আমি কি মশায় শাস্ত্র ছাড়া এক পা চলি,—কি বলবো আপনি বুঝতে পারবেন না বলে বলচি নে, নৈলে আমি কি কখন সংস্কৃত ছাড়া ভাষায় কথা কই।

গোকু। আজ্ঞে যা বলচেন তা সত্য।—তা যা হোক আপনি অনুগ্রহ করে আমার কন্যাটীকে আরোগ্য করে দিন, নৈলে ওর বিবাহের বড় ব্যাঘাত হচ্চে, বিশেষ বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে।

বৈদ্য। কেন, বিবাহের ব্যাঘাত হচ্চে কিসে?

গোকু। উনি আরাম না হলে ত আর কেউ বোবা মেয়ে বিয়ে করবে না।

বৈদ্য। বলেন কি মশায়, এখনও এমন গাধা পৃথিবীতে আছে যে বোবা মেয়ে বিয়ে করে না? আমার স্ত্রী যদি বোবা

হত মাইরি আমি কখনো তাকে আরাম কত্তেম না।

গোকু। তবে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।

বৈদ্য। আজ্ঞে না, 'যা হয় তা হয়' ব্যবস্থা আমার কাছে পাবেন না, আমি যে সেই এখনকার সড়া কবরেজদের মতন "তাপ ফুলটিস লঙ্ঘন, তিন দে চলেন জগন্মোহন," তা পারব না। ওতে কোন ফল নেই, কেবল রোগীকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। আর বিশেষতঃ আমি ত আর জগন্মোহনের দ্যাখ্‌তা নই।

গোকু। আজ্ঞে হাঁ তার আর সন্দেহ কি?—

বৈদ্য। তাই বলি, আমি একবার বাড়ী থেকে ভাল করে পুঁথি না দেখে এসে, আর ওঁর ওষুধের কোন ব্যবস্থাই করচি নে। কি জানেন এ ত আর সামান্য রোগ নয়, যে যা হোক একটা দিলেই হবে। বিশেষতঃ আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে "অচিন্তৈব মহৌষধং" কিনা ভালরূপ চিন্তা না কল্লে, মহৌষধ কখনই বলা যায় না।

গোকু। আজ্ঞে হাঁ যা বলচেন তা সত্য।—তবে আহার করবে কি?

বৈদ্য। আহার?—বায়ু।

গোকু। তবে কি একেবারে নিরম্বু উপবাস থাকবে?

বৈদ্য। না, না, নিরম্বু উপবাস করতে বলচিনে ত, খাবেন, ক্ষুধা বোধ হলেই বায়ু খাবেন। এখনকার চিকিচ্ছের মতে ভারি রোগ হলে লোকে পশ্চিমে হাওয়া

খেতে যায়, তেমনি আপনিও ওঁকে এই খানেই খুব কসে পেট ভরে হাওয়া খেতে দেবেন,—আমার মতে হাওয়া সব জায়গাতেই সমান, তা আপনার এখানে যদি হাওয়া কিছু কম থাকে, তা না হয় পাকার হাওয়া খেতে দেবেন, বিশেষতঃ শাস্ত্রে একেবারে ধরে লিখেছে "ব্যজনং তালবৃন্তকং" ইত্যমরঃ, কিনা তালপাতার পাকার হাওয়া খেলে অমর হয়।

গোকু। আচ্ছা তাই হবে,—কিন্তু আপনাকে বৈকালে আসতে হচ্চে। (হস্তে মুদ্রা প্রদান।)

বৈদ্য। আজ্ঞে হাঁ, আসালেই আসবো, তবে চলুন আমরা যাই।

গোকু। হাঁ আসুন। (উভয়ের প্রস্থান।)

সৌর। (হাস্য) আমার বাপের জন্মেও এমন বদ্দি দেখি নে, সরকার মশায়রা কোত্থেকে একটা পাগলকে ধরে এনেচেন। (কাদম্বিনীকে ব্যজন) খাও খুব পেট ভরে হাওয়া খাও, হাঁ কর, আজ এই তোমার খাবার, কেমন মিচিমিচি রোগ কর্‌বার সুখ টের পেলে?—আরো খাবে, খাও। (ব্যজনান্তর) তবে যাই একবার কর্ত্তাটীকে আজকের খপর বলি গে। কিন্তু দেখ যদি খিদে পায় ত আপনি খুব বাতাস খেয়ো, (হাস্য) পেটভরে খেয়ো।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

(পুরন্দরের পদচারণ।)

পুর। (স্বগত) সৌরভী যে বলে গেল এখনি এই পথ দিয়ে যাবে, তা এত বিলম্ব হচ্চে কেন ? (চতুর্দিক অবলোকন) ওই বুঝি আসচে, এখন ভগবানের ইচ্ছায় বেটা রাজি হলে হয়, হবে নাই বা কেন ? টাকা দেব, টাকা পেলে সম্মত না হন, এমন মানুষ ত দেখা যায় না। টাকা কি সাধারণ বস্তু, জগৎ সুদ্ধ লোক সুদ্ধ টাকার জন্যে টা টা টা করে বেড়াচ্চে, আবার এই টাকা হাত ছাড়া হলেই সমস্ত লোকেই কা কা কা করে এ দ্বার ও দ্বার বেড়িয়ে বেড়ায় ! যার উপার্জ্জনে টা টা করতে হয়, আর যার অভাবে কা কা করতে হয়, সেই বস্তুকেই পণ্ডিতেরা টাকা বলেছেন। বস্তুতঃ এই বই আর টাকা শব্দের ব্যুৎপত্তি বোধ হয় ব্যাকরণে পাওয়া যায় না।

(বৈদ্যনাথের প্রবেশ।)

মশাই আপনি বৈদ্য ?—

বৈদ্য। সুধু বৈদ্য নই,—শ্রী—বৈদ্য—নাথ—দেব—শর্ম্মা।

পুর। ব্রাহ্মণ ?—প্রণাম। আপনিই কি গোকুল বাবুর বাড়ীতে

একটী বোবা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন ?

বৈদ্য। গোকুল কি মহিষকুল তার অত কুল কিনারা জানিনা, কিন্তু একটী বোবা মেয়েকে দেখে এলেম বটে।

পুর। (স্বগত) সৌরভী যে বলেছিল মিথ্যা নয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মশায় গোকুল বাবু লোক কেমন ?

বৈদ্য। লোক বড় মন্দ নয়, কিন্তু মানুষ খারাপ।

পুর। (স্বগত) এ ত বড় মজার লোক দেখ্‌চি, তা যা হোক আর অধিক বাজে কথায় কায নেই। (প্রকাশ্যে) মশায় আপনার নিকট কিঞ্চিৎ উপকার প্রার্থনা করি।

বৈদ্য। কি উপকার ?—তোমার কিছু অসুখ হয়েছে কি ?

পুর। আজ্ঞে অসুখ কিছু নয়—।

বৈদ্য। তবে ?

পুর। আপনি যদি সম্মত হন ত বলি।

বৈদ্য। না শুনলে কি করে বলব সম্মত হতে পারি কি না ?

পুর। আচ্ছা বলি শুনুন,—আপনি এই মাত্র যে বোবা কন্যাটীকে দেখে এলেন তার কাছে যদি একবার আমাকে অনুগ্রহ করে আপনার সঙ্গে করে নিয়ে যান, তা হলে বড় বাধিত হই।

বৈদ্য। (সরোষে উচ্চৈঃস্বরে) আমি কি তোমার হীরা মালিনী ?

পুর। রাগ করেন কেন মশায় ?—চুপ করুন না।

বৈদ্য। (সরোষে) কিসের চুপ করুন, তুমি কি মনে কর আমি তোমায় ভয় করি ?

পুর। আজ্ঞে এমন কথা আমি মনে করব কেন? স্থির হোন, চেঁচাবেন না।

বৈদ্য। অবিশ্যি চেঁচাব, আমাকে তুমি এমন কথা বল।

পুর। (স্বগত) কি আপদ, বেটা চেঁচিয়েই যে তামাম গোল করলে (প্রকাশ্যে) আস্তে—আস্তে বলুন না।

বৈদ্য। কিসের আস্তে!—এই আমি চেঁচিয়ে বলচি, তুমি বড় বদমায়েস।

পুর। (স্বগত) আ মলো বেটাকে যত বারণ করা যায়, ততই যে বাড়ায় দেখছি, যা হোক আর চেঁচাতে দেয়া হবে না। (হস্তে মুদ্রা প্রদান।)

বৈদ্য। একি?—অ্যাঁ—হ্যাঁ—অ্যাঁ—এই আর আর লোকেরা—বড় বদমায়েস, এই—অ্যাঁ—তা—কি? টাকা—টাকা—টা— কি বলছিলেম ভুলে গেলেম।

পুর। হাঁ ভোলাবার জন্যেই দিয়েছি।

বৈদ্য। অ্যাঁ—হ্যাঁ—তা বটে—তা তোমার সেখানে যাবার উদ্দেশ্য কি?—না, তা চল না, তুমি দেখতে যাবে তাতে আর দোষ কি?

পুর। (স্বগত) উঃ বেটা কি টাকা পিশাচ! টাকা হাতে পেতে না পেতেই সব রাগ জল হয়ে গেল, ধন্য টাকা, তোমার কি অদ্ভূত মহিমা, তুমি নিমেষ মধ্যে মনুষ্যের মতি ফেরাতে পার, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই!

বৈদ্য। তবে আর বিলম্ব করচ কেন?—চল।

পুর। হাঁ যাচ্চি, কিন্তু—।

বৈদ্য। আবার কিন্তু হয়ে কিন্তু বলতে লাগলে কেন?

পুর। আজ্ঞে না, তবে কিনা এই বেশে গেলে পাছে তারা চিনতে পারে।—আচ্ছা কি বেশে যাই বলুন দেখি।

বৈদ্য। বৈদ্যের সঙ্গে গেলে তল্পিদার হয়ে যাওয়াই ভাল।

পুর। আজ্ঞে আপনি ঠিক ঠাউরেছেন, তবে আপনি আমার বাড়ীতে আসুন, আমি তল্পিদার সেজে আসি।

বৈদ্য। না, তুমি সেজে এসো গে, আমি বাড়ী থেকে আহারাদি করে আসি, তারপর দুজনে যাওয়া যাবে।

পুর। তবে নিশ্চয়ই আপনি এই খানে আসবেন?

বৈদ্য। হাঁ, তোমার কাছে আসবো না ত আসবো কার কাছে?—"গাছে না উঠতে উঠতেই এক কাঁদি" হয়েছে, না জানি পরে আর কত হবে।

পুর। তবে আমি যাই,—আপনি নিশ্চয়ই এইখানে আসবেন।

বৈদ্য। হাঁ, আসবো, আসবো, আসবো।

পুর। (স্বগত) বেটা যেরূপ টাকাপিশাচ টাকার লোভ কখনই সামলাতে পারবে না, আসবে তার আর সন্দেহ নাই।
(প্রস্থান।)

বৈদ্য। (স্বগত) দেখি সর্ব্ব সমেত কটা টাকা পাওয়া গিয়েছে (চতুর্দিক অবলোকন) না কেউ নেই, গোণা যাক, এক—দুই—তিন—চার, আহা কি মধুর শব্দ, শুনলে কান যুড়িয়ে যায়, ভুলে গেলেম, আবার গুনি, এক—দুই—তিন—

(পশ্চাৎ হইতে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রবেশ ও

অঞ্চল দিয়া বৈদ্যনাথের চক্ষু বন্ধন।)

কেও, কেতুই (স্বগত) টাকা গুলো আগে সামলাই, (ট্যাঁকে গুঁজিয়া প্রকাশ্যে) ছেড়ে দে বলচি ছাড়।

বিন্ধ্য। (ভয় প্রদর্শন) হু—উঁ—উঁ, হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ।

বৈদ্য। (সভয়ে) ওরে বাবারে মলেম রে, আমায় পেত্নীতে ধরলে রে। ওগো কে আছ শিগ্গির এস গো, ও হবু-তল্লিদার, দুর হোক গে ছাই নামটা ও জানিনে, ওগো আর সাজে কায নেই, এদিকে দোল ফুরোয়।

(বেগে পুরন্দরের প্রবেশ।)

পুর। কি মশায় কি হয়েছে?

বৈদ্য। তোমার কি চোক নেই?—আমি বাঁধা চোখে যা দেখতে পাচ্চি, তুমি খোলা চোখে তা দেখতে পাচ্চ না?—পেতনী!

পুর। কে গা তুমি আমাদের কবিরাজ মশায়ের চোক বেঁধেছ।

বৈদ্য। ও কি হে তোম্মার ভরসাও ত কম নয়।

পুর। ভরসা হবে না কেন?—একজন স্ত্রীলোক বৈ ত নয়।

বৈদ্য। ঠিক বলচ,—দেখো, মানুষ ত?

পুর। ছেড়ে দাও না।

বিন্ধ্য। না, ছাড়বো না

বৈদ্য। (স্বর বুঝিয়া) হাঁ হে ঠিক বলেছ, পেতনী নয়, মানুষ বটে। (স্বগত) তল্লিদারের কাছে মানা হবে না,

যে এঁই আম্মার স্ত্রী। (প্রকাশ্যে) ছেড়ে দে না।

বিন্ধ্য। (অঞ্চল খুলিয়া) বেলা যে দুপুর হলো—আজ কি গিলতে হবে, মনে নেই।

বৈদ্য। এ পাগলীটে কি বলে হে,—কে তুই ?

বিন্ধ্য। বদ্দি হয়ে বুঝি আর চিনতে পার না, নারকেল মুড়ি বুঝি ভুলে গেছ ?

বৈদ্য। আ মলো, কোথাকার পাগলী,—জিজ্ঞাসা করত কোন ওষুধ খেতে চায় কি না।

পুর। কিছু ওষুধ চাও ত বল।

বিন্ধ্য। আ মলো ড্যাকরা ছোঁড়া, আমায় আসিস ওষুধ দিতে, দিতে হয় ত তোর সাত গুষ্টিকে ওষুদ দিগে। পাজি নচ্ছার কোথাকার।

বৈদ্য। ওহে সরে এস ও ভয়ানক পাগল, এখনি কামড়ে দেবে।

পুর। পাগল বড় নয়, কুঁদুলে।

বৈদ্য। না হে তুমি জাননা, ও আমাদের পাড়ার একটা বিখ্যাত পাগলী। ও যদি পুরুষ হত তা হলে ওকে আমি বলতেম ‘উন্মাদ গোস্বামী ; কিন্তু মেয়ে মানুষ বলে তা বলতে পাল্লেম না, ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়, বিশেষতঃ আমাদের ব্যাকরণ খানা ভাল করে দেখা আছে কি না, তাই ওকে আমি বলচি—উন্মাদিনী ষাঁড়পত্নী।

বিন্ধ্য। তা বড় মিছে নয়, তোমার গলায় যখন মালা দিয়েছি তখনই ষাঁড়ের পত্নী হয়েছি।

পুর। সে কি মশায় তবে কি ও আপনার স্ত্রী ?

বৈদ্য। তুমিও ত পাগল কম নয়, ওর কোনো পুরুষে আমার স্ত্রী নয়।

পুর। তবে যে ও বল্লচে আপনার গলায় মালা দিয়েছে।

বৈদ্য। ও পাগল বৈত নয়, ওর কি কিছু মনে থাকে, সে হয় ত আর কারো—”

বিন্ধ্য। (কথায় বাধা দিয়া) আজ ঘরে যেও, মনে আছে কি না দেখাব। (প্রস্থান।)

বৈদ্য। উঃ মাগীটে কি পাগল দেখেছ ?—আমি কতবার ওকে ওষুধ দিয়ে ভাল করেছিলেম—আবার খেপেছে।

পুর। আপনি তবে আমার বাড়ীতেই আসুন, কি জানি আবার যদি ও মাগী এসে আপনাকে ত্যক্ত করে।

বৈদ্য। তা চল, (স্বগত) তল্পিদারও ঠিক ঠাউরেছে ব্রাহ্মণী পাগল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বৈঠক খানা।

(পুরন্দর ও বৈদ্যনাথের প্রবেশ।)

বৈদ্য। তা যা বল্লে সব যেন শুনলেম, তোমাদের দুজনের

মামার বাড়ী পাশাপাশি থাকায়, ছেলে বেলা অবধি একত্রে খেলাধুলা করার জন্যই পরস্পরের অত্যন্ত ভাল বাসা জন্মে গেছে, কিন্তু তাই বলেই কি বোবা হতে হয় ?

পুর। আজ্ঞে না, বোবা হবার ও কারণ বলি শুনুন ;—তার পিতা এখন তার বিবাহের সম্বন্ধ অন্যান্য স্থানে করাতেই, সে মনে করেছে, পাছে তার আমার সঙ্গে বিবাহ না হয়ে অন্য কারো সঙ্গে হয়, এই আশঙ্কাতেই মিছামিছি এই রোগটী করেছে, কেন না তার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, এবং আমারও বটে, যে তাতে আমাতেই বিবাহ হয়।

বৈদ্য। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে, তার বাপের অমতের কারণ কি ?—

পুর। কারণ, এমন কিছু বিশেষ বলতে পারি নে, তবে বোধ হয় আমার অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা বলেই করেন নি, বিশেষতঃ তাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে তিনি একটী ধনাঢ্য পাত্রেই কন্যাদান করেন।

বৈদ্য। কেন তোমার ত বেশ অবস্থা দেখছি, তাঁর চেয়ে ভাল বই মন্দ নয় !

পুর। আজ্ঞে সে কথা যেতে দিন, এখন যাতে একবার আপনার সঙ্গে গিয়ে আমার কাদম্বিনীকে দেখতে পাই তার উদ্যোগ করি-গে ; আপনি তামাক খান, আমি শীঘ্রই আপনার তল্পিদার হয়ে আসচি। (প্রস্থান।)

বৈদ্য। (স্বগত) পৃথিবীতে কত রকম লোকই আছে,—কেউ

বৈদ্য খুঁজতে বেরিয়ে, বৈদ্য পেলেনা ত যাকে সামনে পেলে তাকেই মেরে ধরে বৈদ্য করলে; কেউ কোন পুরুষে চিকিৎসার চ ও জানেনা, অথচ টাকার লোভে চিকিৎসা করতে লাগল; কেউ মনের মতন বর পেলেনা বলে বোবা হয়ে রইল; কেউ কোন স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়ে দুহাতে অযচ্ছল টাকা খরচ করচে, মনে করচে টাকা বুঝি খোলাঙ্কুচি!

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। (হুঁকা প্রদান) এই নিন মশাই।

বৈদ্য। আঃ দে বাবা, বাঁচালি,—আজ সমস্ত দিনটাই শ্রীবিষ্ণু হয় নি। (হুঁকা লইয়া ধূমপান।)

ভৃত্য। কবিরাজ মশায়, অনুগ্রো করে যদি আমার একটা ব্যাবস্থা করেন ত বড় ভাল হয়, নৈলে আমি পেরায় মারা যেতে বসেচি।

বৈদ্য। কি ব্যবস্থা?

ভৃত্য। এই পেরায় চার পাঁচ মাস হোলো, আমার পা দুটো ফুলেছে, তা কত নোকে কত ওষুদ দিতে বল্লে, সবই দিলুম, কিন্তু কিছুতেই রূপসোম হলো না, সকলেই বল্লে তোর গোদ হয়েচে।

বৈদ্য। কৈ দেখি?—না এ ত তোমার গোদ নয়, এযে দেখচি জলস্তম্ভ হয়েছে। তা আচ্ছা তার জন্যে কিছু ভয় নেই, ও আরাম হয়ে গেলে আর ফুলো থাকবে না।

ভৃত্য। কি দেবো?

বৈদ্য। সে আমি পুঁথি না দেখলে বলতে পারিনে।

ভৃত্য। আর দেখুন মশায় এই দিন পাঁচ সাত হলো নেয়ের কাছটা কেমন ডেলা মেরে ওঠে। (নাভী প্রদর্শন।)

বৈদ্য। ইস্, তাইত, এযে তোমার মৃগনাভী হবার পূর্ব্ব লক্ষণ হয়েছে,—তা এক কায কর, (স্বগত) এ বেটার কাছথেকে আর কিছুই হবে না দেখছি, তবে যদি এক আধ ছিলিম গাঁজা বার করতে পারি; (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তুমি গাঁজা খাও?

ভৃত্য। আঁগে, অ্যাঁ—তা—ও কথা জিগুশচেন যে?

বৈদ্য। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, একি বেদের কাছে কুমড়ো ফুল?—আমরা রোগ দেখলেই বলতে পারি।—তা তার আর লজ্জা কি?—বদ্দির কাছে লজ্জা করলে চলে না।

ভৃত্য। (স্বগত) কি আশ্চয্যি, সব টের পায়, তবে ত এ সামান্য বদ্দি নয়! (প্রকাশ্যে) আঁগে—এই—কখনো কখনো এক আধ বার খেয়ে থাকি।

বৈদ্য। আচ্ছা, কি রকম তোমার গাঁজা, চট করে আগে এক ছিলিম সেজে আন দেখি, তার পর ব্যবস্থা হবে।

ভৃত্য। যাঁ্যাজ্ঞে। (প্রস্থান।)

বৈদ্য। (স্বগত) সকালে বেটারা যে ঠেঙ্গিয়েছিল, এখনো গায়ে ব্যথা রয়েছে, গাঁজাটা যদি যোটে তা হলে ব্যথা গুলোর অনেক নিবৃত্তি হবে; বস্তুতঃ গাঁজাটা বড় উপকারী বস্তু,—সেদিন একটা বেশ গাঁজার গীত শিখেছিলেম, একবার গাওয়া যাক।

লেম। একবার গাওয়া যাক।

গীত।

মার কসে গাঁজায় দম।
দু-গাল বাজিয়ে ব-বম্ বম্॥
কি কব গঞ্জিকার গুণ,
টান্‌লে আয়ু বাড়ে দ্বিগুণ,
তার সাক্ষী শিবের কাছে,
এগোয় নাকো যম।
গাঁজা খেয়ে মুনি ঋষি,
ধ্যানে থাকত দিবানিশি,
গাঁজার বলে ব্যাস বাল্মীকি,
চালাত কলম॥

(গাঁজা লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। এই নিন মোশাই। (প্রদান।)

বৈদ্য। আঃ, এই এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ দিলিরে বাবা (ধূমপান।)

ভৃত্য। তবে মোশাই আমার ওষুদের কি—?

বৈদ্য। আঃ— ও কথা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন ?—আমি ত তোমায় পূর্ব্বেই বলেছি পুঁথি না দেখে এলে বলতে পারব না।

ভৃত্য। আচ্ছা তবে খাই কি বলুন।

বৈদ্য। আহার ?—যত পার, কেন না আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে

একেবারে ধরে লিখেছে, "আহারো দ্বিগুণ স্ত্রীণাম্" কিনা তোমার স্ত্রী যত আহার করে, তুমি তার দ্বিগুণ খাবে, তা হলেই তোমার সকল রোগ সেরে যাবে,— তোমার স্ত্রী আছে ত?

ভৃত্য। আজ্ঞে হাঁ।

বৈদ্য। তবে আর কি,—তুমি তাই কোরো, তা হলেই আরাম হবে।

ভৃত্য। যাাজ্ঞে তাই করবো। (প্রস্থান।)

বৈদ্য। দেখা যাক আজ সকাল অবধি কটা টাকা পেলেম। (গণনা) আঠারোটা,—যে ব্যাটারা আমায় ঠেঙ্গিয়েছিল, তারা দিয়েছিল চারটে, আর যাদের বাড়ী চিকিৎসে করতে গিয়েছিলেম তারা দিয়েছিল চারটে, এই হলো আটটা, আর তল্পিদার দিয়েছে দশটা, এই আঠারোটা—ঠিক হয়েছে। উঃ আঠারো টাকা একদিনে পাওয়া গেল কম কি?—আর এখনি বা পাওনার কি হয়েছে, এখন আর কত পাব তার ঠিক কি?— আজ যে আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলেম বলতে পারিনে, আমি যদি রোজ রোজ তারই মুখদেখে উঠিত বড় ভাল হয়!—কারই বা মুখ দেখলেম?—রোজই যার দেখি তারই—আমার গৃহলক্ষ্মী ব্রাহ্মনীর, তবে রোজ রোজই পাইনে কেন?—আমার বোধ হয় মুখ দেখার জন্যে নয়, আজ সকালে ব্রাহ্মনীটেকে বেয়াড়া ঠেঙ্গিয়েছিলেম বলেই এত টাকা পেয়েছি, কাল অবধি

তাই করবো, আর শাস্ত্রেও লেখা আছে “প্রহারেন ধনঞ্জয়; কিনা প্রহার না করলে ধন সঞ্চয় হয় না।—এটাকে?

(তল্পিদারবেশে পুরন্দরের প্রবেশ।)

পুর। মশায় চিনতে পাচ্চেন কি?—

বৈদ্য। কে হে তুমি?—

পুর। আজ্ঞে আপনার তল্পিদার।

বৈদ্য। কি আশ্চর্য্য, তুমি ত চমৎকার সাজতে পার!

পুর। চলুন তবে যাওয়া যাক।

বৈদ্য। যাবে চল, কিন্তু স্বধু যাওয়াতে কোন ফল নেই; এ সকল সাজ গোজ করার চেয়ে যাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় তার বরং চেষ্টা করা উচিত।

পুর। তা কোন্ না করা যাচ্চে। আজ যে মতলব ঠাউরে যাচ্চি তাতে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয় ত ভালই, আর না হয় তবু ও তাকে ত একবার দেখে আসা হবে, সেই বা মন্দ কি?

বৈদ্য। স্বধু দেখে কি হবে বল?—ঠাকুর নয়, দেবত নয় কোন আশ্চর্য্য জিনিষ নয় যে দেখবে; একটা মেয়ে, তাও আবার বোবা।

পুর। তা বল্লে কি হয় মশায়,

প্রণয়িণী দরশনে যত সুখ মনে।
প্রণয়ী বিহনে তা কি জানে অন্য জনে?

আপনি আর বিলম্ব কচ্চেন কেন চলুন না, যা যা করতে

হবে, আর যা যা করেচি সব আপনাকে পথে যেতে যেতেই বোলবো,—কিন্তু মশায় আপনাকে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে হবে।

বৈদ্য। কি সাহায্য?—আমি ত বাবু গরিব ব্রাহ্মণ আমা হতে তোমার কি সাহায্য হতে পারে?

পুর। আজ্ঞে আপনাকে টাকা কড়ি কিছুই দিতে হবে না, আপনি কেবল সেই খানে গিয়ে—আমি পথে আপনাকে যা শিখিয়ে দেব—সেই সকল কথা কইবেন, তা হলেই আমার যথেষ্ট সাহায্য করা হবে, এবং আমিও তা হলে আপনাকে যৎপরোনাস্তি সুখী করবো। (স্বগত) আপাততঃ কিঞ্চিৎ টাকা দেওয়া যাক তা হলেই সম্মত হবে। (প্রকাশ্যে) এই নিন মশায় আপনার পাথেয় স্বরূপ (মুদ্রা প্রদান।)

বৈদ্য। আঁজ্ঞে যথেষ্ট হয়েছে, আসুন আপনার কি বলতে হয় বলুন। বস্তুতঃ মশাই আপনার সামনে বলা নয়, বল্লে আপনি মনে করবেন আমি আপনার তোষামোদ কচ্চি, কিন্তু যথার্থ বলচি আমি আপনার মতন মহৎ লোক আর দুটী দেখিনে।

পুর। (স্বগত) বেটা আবার দশটা টাকা পেয়ে, এখন 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' ধরেছে, ধন্য টাকা!! (প্রকাশ্যে) যাক সে কথায় আর কায নেই এখন চলুন, দেখি দেকি কতদূর কৃতকার্য্য হতে পারি। সিদ্ধি দাতা গণেশ!

(উভয়ের প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

বৈঠকখানা।

(গোকুল বাবু, বৈদ্যনাথ ও তল্পিদার-পুরন্দরের প্রবেশ।)

গোকু। আপনি যদি আমার কন্যাকে আরোগ্য করতে পারেন, তা হলে আমি যে আপনাকে কতদূর সন্তুষ্ট করব তা বলতে পারি নে।

বৈদ্য। তার জন্যে কোন চিন্তা নেই, নিশ্চয়ই আরাম হবে, কিন্তু আপনাকে আমি একটী কথা বলি শুনুন। আমাদের চিকিৎসার প্রভাবে আপনার কন্যা প্রথমেই সে কথাটী কইবেন, কেন না আমাদের শাস্ত্রে বলেছে "অবাঙ্মনস গোচরঃ" অর্থাৎ, যা কিছু তার মনস গোচর কিনা মানসিক প্রার্থনা আছে, তা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করলেই আপনাকে সে প্রার্থনাটী পূরণ করতে হবে; যদি না করেন, তা হলে আবার আপনার কন্যা বোবা হবেন।

গোকু। আজ্ঞে সাধ্য হয় ত অবশ্যই করব।

বৈদ্য। সাধ্য বই কি আর অসাধ্য কথা কইবে, তা নয়; কিন্তু দেখবেন প্রার্থনা যেন পূরণ করা হয়। তা না হলে সে ত আবার বোবা হবেই, আর হয় ত আপনাকেও বোবা হতে হবে।

গোকু। না, তা এমনটা হবে কেন?—আমি অবশ্যই তার

প্রার্থনা পূরণ করব।—ওরে শিবে তামাক দে। (পুর-ন্দরকে দর্শাইয়া) ইনি কে?—

বৈদ্য। উনি আমার তল্পিদার, লোকটী অতিশয় সজ্জন, নম্র, আর বিশেষ দানশক্তিতে দ্বিতীয় শিশুবোধ বল্লেই হয়।

গোকু। আপনি বোধ হয় দাতাকর্ণ বলচেন।

বৈদ্য। হাঁ, হাঁ, বটে, ওটা আমার তখন মনে এলো না, আর তাতেও বড় দোষ নেই, 'অধিকন্তু ন দোষায়,' ওঁকে যখন শিশুবোধ বলা গেছে, তখন তারই মানে যে ওঁর ভিতর দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতি সকল গুণই আছে। তা যা হোক ওঁকে দিয়েই আমি আপনার কন্যার রোগ ভাল করে দেবো, উনিই তার রোগের ওষুধ ভাল করে দেবেন।

গোকু। (পুরন্দরের প্রতি) আপনি ও কি বৈদ্য শাস্ত্র শিক্ষা করচেন?

পুর। আজ্ঞে না, এমন কিছু বিশেষ নয়, তবে উনি আমায় যথেষ্ট দয়া করেন, তাই একবার আমাকে সঙ্গে করে হেথা এনেছেন।

গোকু। বটে, আপনার নাম?

পুর। (জনান্তিকে) এইবারেই ত মুস্কিল, কি বলি!

বৈদ্য। আরে মশায় নাম ধামের দরকার কি?—আপনার কাম হলেই হলো, নাম শুনলে ত আর ব্যারাম আরাম হবে না।

গোকু। আজ্ঞে হাঁ যা বলচেন তা সত্য।

(শিবের হুঁকা লইয়া প্রবেশ ও বাবু ও বৈদ্যনাথের হস্তে দিয়া প্রস্থান।)

বৈদ্য। আচ্ছা মশায়, আপনার কন্যাটীর বয়স ত বেশ হয়েছে, বিবাহের কিছু স্থির করেচেন কি ?

গোকু। এমন পাকাপাকি কোথাও স্থির হয় নি, তবে সম্বন্ধের কথা এমন অনেক স্থানেই হচ্চে।

বৈদ্য। তবু আপনার ইচ্ছা কোথায় দেন ?

গোকু। ইচ্ছে আছে—আমাদের নিকটস্থ গ্রামের জমীদার মাধব চন্দ্র রায়ের সঙ্গেই দি, তবে ভবিতব্যির কথা।

বৈদ্য। তা ত বটেই, আচ্ছা পাত্রটী দেখতে শুনতে কেমন ?

গোকু। বড় মানুষ, জমীদার, তার কি আর কিছু দেখতে হয় ?

বৈদ্য। না তবু বয়স কত ?

গোকু। বয়স অধিক নয়, এই দ্বিতীয়বার বিবাহ করবেন, হদ্দ জোর পঞ্চাশ,—এর উর্দ্ধ কখনই নয়, তা হলেই বা, বয়েসে কি এসে যায়,—মেয়েটীর খাবার পরবার সঙ্গতি ত আগে দেখতে হয়, কি বলেন,—তা তার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না, দিব্যি সুখে থাকবে।

বৈদ্য। তা বৈ কি, তবে এ বিবাহটী দেওয়া হয় নি কেন ?

গোকু। বিবাহ আর দেওয়া হবে কি করে ?—এই সম্বন্ধ হবার সময়েই যে মেয়েটী বোবা হয়ে গেল।

বৈদ্য। এমন সম্বন্ধ হলে ত বোবা হবেনই। আপনার অমন পরমা-সুন্দরী কন্যা, তাকে কি একটা বুড়ো বরের সঙ্গে

বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, না তারই ইচ্ছা হয়?—বল্লে যদি রাগ না করেন ত বলি, তার এখন একটা পঞ্চাশ বছ-রের বরের চেয়ে দুটো পঁচিশ বছরের পেলে ভাল হয়।

গোকু। তা—তা—কি কখন হয়?

বৈদ্য। হয় না?—এই যে শাস্ত্রে রয়েছে "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী স্তথা" এদের সকলেরই ত কারো দুটো, কারো চারটে কারো পাঁচটা করে স্বামী ছিল।

গোকু। আজ্ঞে যা বলচেন তা সত্য, তবে চলুন আমরা বাড়ীর ভিতর গিয়ে মেয়েকে দেখি গে।

বৈদ্য। হাঁ চলুন—(জনান্তিকে) কেমন এইবারে হলো ত।

পুর। (জনান্তিকে) আজ্ঞে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

বৈদ্য। (জনান্তিকে) আরে আঁচাবার কথা কি বলচ, উদিকে যে পান হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।—কিন্তু দেখ বাবা, যেন আমায় ভুল না।

পুর। বিলক্ষণ, সে কি কথা।

(সকলের প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ এক গৃহ।

(কাদম্বিনী উপবিষ্টা।)

কাদ। (স্বগত) পাছে কথা কওয়া অভ্যাস থাকলে, ভুলে কারো সঙ্গে কথা কয়ে ফেলি, এই ভয়ে আমি সৌরভীর সামনে অবধি কথা কইনে। লোকে ইষ্ট দেবকে পাবার জন্যে পুজা আহ্নিকের সময়েই কথা কয় না, তাতেও তারা শুনেছি ইষ্ট দেবকে পায়। কিন্তু আমি পুরন্দরকে পাবার জন্যে আজ তিন চার মাস কথা কইনে, তবুও আমার ইষ্টদেব পুরন্দরকে পেলেম না। বস্তুতঃ আমার মত হতভাগিনী পৃথিবীতে আর কেউ নাই। আমি বাল্যকালাবধি যাকে প্রাণের অধিক ভাল বেসে এসেছি, যাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি, যাকে পাবার জন্য এত কষ্ট সহ্য কচ্চি, তাকে পেলেম ত ভালই, নতুবা, কথা কওয়া ত ত্যাগই করেছি, প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে হয় ত তাও করব, দেখব যদি পরজন্মেও পুরন্দরকে পাই।—আমি পুরন্দর বই আর কিছুই জানি না, পুরন্দর কাদম্বিনীর স্বামী, কাদম্বিনী পুরন্দরের দাসী! (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

গীত।

প্রেম করে সুখ হবে, এই আশা ছিল মনে।
সে আশা নিরাশা হলো, কি কায তবে জীবনে?

তারে এত ভাল বেসে,

এ কি বিধি হলো শেষে,

দুরূহ বিরহে বাম্পি বহে সুধু দুনয়নে।

কে আসচে?—সৌরভী।

(সৌরভীর প্রবেশ।)

(প্রকাশ্যে) অঁ্যা অঁ এঁ ইঁ এঁ ?

সৌর। এত দেরি কি আর সাধে হলো;—এই তোমার কাছ থেকে গিয়েই ত তাঁকে সব কথা গুলো বললেম, তিনি 'বদ্দির কথা শুনে হেসে আমায় বল্লেন, 'তুমি বস আমি এখুনি আসচি; বলেই ত কতকগুলো টাকা নিয়ে বেরুলেন, আমি বসেই আছি,' তারপর কতক্ষণ গোনে দেখি, তিনি এলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আজকের সেই বদ্দিটেও এলো, এসে দুজনে কি কথাবাত্তা হলো জানিনি, তারপর আমাকে এই চিটি খান দিয়ে বল্লেন, শিগ্গির যাও আমি যাচ্চি,' আর তোমাকে বলতে বলেচেন যে তিনি চিটিতে যা নিখে দিয়েছেন তুমি যেন তাই করো, কদাচ নজ্জা করো না, নজ্জা করলে সবই মিছে হবে।—এই নাও তাঁর চিটি। (প্রদান।)

কাদ। (স্বগত পত্র পাঠ) 'প্রাণ প্রতিমা কাদম্বিনি, বোধ করি এত দিনের পর ভগবান আমাদিগের উপর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আজ আমি বৈদ্যনাথ বৈদ্যের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া স্বয়ং তাহার তল্পিদার হইয়া

তোমাকে দেখিতে যাইতেছি, বৈদ্য ঔষধ খাওয়াইতে কহিবেন, আমি তোমাকে ঔষধ খাওয়াইব। এবং ঔষধ তোমার গলধঃকরণ হইবা মাত্রেই তুমি আমাকে কহিবে 'তুমিই আমার পতি' তাহা হইলে আমাদি-গের সকল দুঃখ দূর হইবে, পরস্পর মিলন হইবে। ব্যস্ততা প্রযুক্ত সকল কথা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না, সার কথা তুমি লজ্জা না করিয়া, একবার আমাকে সকলের সমক্ষে ঐ কথা বলিও, কদাচ লজ্জা করিও না, লজ্জা করিলে সকলি বৃথা হইবে ইতি, তোমারই পুরন্দর।' (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বগত) কিছুইত বুঝতে পারলেম, না,—তা যাই হোক পুরন্দর যখন আমাকে এইরূপ করতে লিখেছেন, তখন অবশ্যই আমি তা করব, (পত্র লুকাইয়া রাখন) পরে যা হয় হবে।—বাবা কি এতে সম্মত হবেন? দেখা যাক কি হয়!—এই যে আসচেন।

(গোকুল বাবু, বৈদ্যনাথ ও তল্পিদার-পুরন্দরের প্রবেশ।)

সোর। (জনান্তিকে) দেখেচ কত্তাটী কেমন সেজেচেন, কার সাধ্যি চিনতে পারে।

বৈদ্য। আচ্ছা আপনার কন্যা এ বেলা কেমন আছেন?

গোকু। বড় ভাল নয়, সকালের অপেক্ষা এখন বরং বৃদ্ধি হয়েছে।

বৈদ্য। কৈ না, ওঁকে ত সকালের চেয়ে এখন বৃদ্ধ বলে বোধ হয় না,—এই ত সবে যৌবন অবস্থায় পা দিয়েছেন।

গোকু। আজ্ঞে না, তা বলচি নে, ওঁর রোগটা কিছু বেড়েছে, কারণ কি না আপনার যাবার পর থেকে মাঝে মাঝে এক একটা হা হুতাশ করে চীৎকার কচ্ছিল।

বৈদ্য। তা হয় ত ভাল, এই বারেই ওঁর বুলি ফুটবে,—ওকে বলে কপচান, (চুমকুড়ি দিয়া) বল, বল।

(সকলের হাস্য।)

আপনারা হাসচেন যে?—এতে হাসির কথাটা কি পেলেন?—লোকে চুমকুড়ী দিয়ে বনের পাখিকে কথা কওয়ায়, তা এ মানুষ বৈত নয়,—এখুনি কথা কইবে!

গোকু। আজ্ঞে যা বলচেন তা সত্য!—তবে এখন ঔষধের ব্যবস্থা কি রূপ হবে?

বৈদ্য। ওষুধের আর কি ব্যবস্থা করব বলুন, ওঁকে ত আপনি যথেষ্ঠ ওষুধই খাইয়েছেন, তাতেও ত ওঁর কোন উপকার হয় নি;—অতএব আমি বলি ওঁকে কোন রকম ওষুধ না খাইয়ে বরং দৈব চিকিৎসা করা যাক, বিশেষতঃ আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে 'ন চ দৈবাৎ পরং বলং'। আর এখনকার নব্য সম্প্রদায়ের অনেক বড় বড় চিকিৎসকেরা—ঝাড়া ঝোড়া জলপড়া দিয়েই রোগ আরাম করেন,—তাঁরা বলেন যতক্ষণ না রোগী তার জ্ঞাত গোত্রের ওষুধ লাগায় ততক্ষণ তাকে ওষুধ দেওয়া উচিত নয়।

গোকু। আজ্ঞে যা বলচেন তা সত্য।—তা আপনার যা ভাল বোধ হয় করুন।

বৈদ্য। তা ভাল বৈ কি আর আপনার মন্দ করতে এয়েচি।

গোকু। বিলক্ষণ, সে কি কথা, আমি কি তা বলচি।

বৈদ্য। আমিও কি তা বলচি।—সে কথা যাক, আপনি একটা ঘটীকরে এক ঘটী জল আনিয়ে দিন,—ইনিই জল পড়ে দেবেন।

গোকু। আচ্ছা,—ওরে এক ঘটী জল দিয়ে যা;—আপনার কি জলপড়া জানা আছে?

পুর। বড় বিশেষ নয়, তবে ইনি যে রকম শিখিয়েছেন সেই রূপই জানি।

(শিবের জল আনায়ন।)

গোকু। হরি আর রমেশকে এই খানে ডেকে দে।

শিবে। যে আজ্ঞে (প্রস্থান।)

বৈদ্য। তবে, তুমি মন্ত্রটা ভাল করে বলে জল টুকু খাইয়ে দাও।

পুর। আজ্ঞে, তা আর বলতে হবে না। (জল লইয়া কাদম্বিনির নিকট গমন।)

বৈদ্য। কিন্তু দেখবেন মশায় কদাচ যেন কথার ব্যতিক্রম হয় না, আপনার কন্যা যা বলবে আপনাকে তাই করতে হবে।

গোকু। হাঁ তা করব বৈ কি।

(হরি ও রমেশের প্রবেশ।)

পুর। (মৃদুস্বরে) কাদম্বিনি, এই জল টুকু পান কর, আমি

যেমন রোগ তেমনি রোঝা।

তোমাকে পত্রে যে কথা বলতে বলেছি, সেই কথাটা বল, লজ্জা করো না, লজ্জা করলে সকলি মিছে হবে. লজ্জাই প্রণয়ের প্রধান বিঘ্ন! আর তুমি নিশ্চয় জেনো. তোমার পিতাকে আমরা যে রূপ ভয় দেখিয়ে বলেচি. তিনি কখনই এ অবস্থাতে সে কথা ঠেলতে পারবেন না। (জলপ্রদান।)

কাদ। (জল পানান্তর পুরন্দরের পদ ধরিয়া) ‘তুমিই আমার পতি!’

হরি। কি আশ্চর্য্য, মশায় আপনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।

রমে। এ রকম চিকিচ্ছে ত কখন দেখিনে (বৈদ্যকে তুলিয়া নৃত্য।)

গোকু। কি বললে, ‘তুমিই আমার পতি’; সে কি—তা কি করে হবে?

বৈদ্য। বলেন কি মশায়, ও কথা মুখে আনবেন না, এই যে আপনি বললেন প্রথম কথা পুরণ করবেন, এখন আবার ও কি বলচেন?

গোকু। পাপিয়সি, কুলকলঙ্কিনি, আর কি তোর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না, তোর শরীরে কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই তুই কি করে অমন ঘৃণিত কথা মুখে আনলি! কবিরাজ মশায় আপনি আবার ওকে বোবা করে দিন, আমি এমন কুলকলঙ্কিনী কন্যা চাই নে। আমি কোথায় মনে করেছি একজন ধনাঢ্য জমীদারের

সঙ্গে বিবাহ দেবো, না কোথা থেকে লক্ষ্মীছাড়ী এক কথা আনলে—'তুমিই আমার পতি'—তা কখনই হবে না, না হয় আবার বোবা হয় হোক! তা বলে কি আমি একটা সামান্য তল্পিদারের সঙ্গে বিয়ে দেব!! কখনই নয়!!!

বৈদ্য। রাগ করেন কেন মশাই, শাস্ত্রের যুক্তি শুনুন না।

গোকু। রাখুন মশায় আপনার শাস্ত্র!

বৈদ্য। শাস্ত্র না শুনেন ত ও মেয়ের বিয়েই হবে না, কে আপনার দোপড়া মেয়েকে বিয়ে করবে?—স্বধু দোপড়াও নয়, আবার ওপর পড়া।

গোকু। কেন, কেন, কি হয়েছে, তা বলুন না, কি বলবেন বলুন।

বৈদ্য। বলচি কি;—আপনি যদি আপনার কন্যাকে এর সঙ্গে বিবাহ না দেন, তা হ'লে কাযটা বড় অশাস্ত্রীয় হয়; কেন না শাস্ত্রে বলেছে জামাতা তুহিতুঃ পতি' অর্থাৎ আপনার তুহিতা যখন তল্পিদারকে পতি বলেছে, তখনি ও তল্পিদার আপনার জামাতা হয়েছে, চাই আপনি ওর সঙ্গে বিবাহ দিন আর নাই দিন, শাস্ত্র মতে ও আপনার জামতা হয়েচে;—এখন যা আপনার বিবেচনা হয় করুন। আর বিশেষতঃ এ কথা যদি কেউ জানতে পারে যে, আপনার কন্যা একজনকে পতি বলেছে, তা হ'লে নিশ্চয়ই জানবেন যে, কোন ভদ্র সন্তান মাত্রেই

আর এ কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হবে না। অত এব ভাল পরামর্শ যদি শুনেন ত বলি;—এখনি তল্লিদারের সঙ্গে বিবাহ দিন, নৈলে আর উপায় নাই।

গোকু। আজ্ঞে হাঁ৷ আপনি যা বলচেন তা সত্য বটে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন দেখি, এ বিবাহ শুনলে কি আর আমার জাতের মধ্যে কেউ আমার মুখ দেখবে?—আমি কি একটা কন্যার জন্যে সমাজচ্যুত হব!

বৈদ্য। কেন আপনাকে সমাজচ্যুত হতে হবে উনি তল্লিদার হয়েছেন বলেই কি ওঁর জাত গেল না কি?—এই যে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে বৈদ্য ব্যবসা করচি, তা বলে কি আমি ব্রাহ্মণ নই?—আপনি ওঁর পরিচয় নিন না, উনি আপনাদেরই স্বজাত,—ধনও যথেষ্ঠ আছে।—দাও না হে তোমার পরিচয় টা।

গোকু। আপনি কি কায়স্থ?

পুর। আজ্ঞে হাঁ।

গোকু। আপনাম নাম?

পুর। শ্রীপুরন্দর ঘোষ,—আমি ৺ ত্রিলোচন মিত্রের দৌহিত্র।

গোকু। কোন ত্রিলোচন মিত্র,—রায় বাহাদুর?

পুর। আজ্ঞে হাঁ!

বৈদ্য। ঐ বুঝি পরিচয় হলো?—কার ছেলে তার ঠিক নেই 'আমি ৺ ত্রিলোচন মিত্রের দৌহিত্র'—বাপ কি কখন ছিল না না কি?—

গোকু। ওঃ তাঁকে ত আমি বেশ জানতেম তিনি যে একজন আমার পরম সুহৃৎ ছিলেন,—আপনি তাঁরই দৌহিত্র ?

বৈদ্য। কেমন মশায়, এইবারে পাত্র পচন্দ হয়েছে ?

গোকু। আজ্ঞে, এ হয়ত আমার আর কোন আপত্তি নাই। আপনি এখন কি করেন ?

পুর। বাড়ীতেই থাকা হয়, আর মাতামহ দত্ত বিষয় আশয় গুলি দেখি।

গোকু। (স্বগত) তবে আর আমি অন্য বরের চেষ্টা কেন করি ? আমি সুধু ধনের লোভেই না একটা বুড় বরের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেম, তা এরত যথেষ্ট ধন আছে,—ত্রিলোচন বাবুর মত ধনী এ অঞ্চলে কজন আছে।—

বৈদ্য। তবে আর ভারচেন কি ?—বিবাহ হোক না কেন।

গোকু। পাত্র সম্মত হলেই হয়।

বৈদ্য। ওঁর আর অসম্মতি কি ?—উনি ত বিবাহ করতেই এয়েচেন।—কেমন হে তোমার কিছু অমত আছে ?

পুর। (নিরুত্তর।)

বৈদ্য। উনি আর কি বলবেন ?—'মৌনং সম্মতি লক্ষণং'

(বিন্ধ্যবাসীনির প্রবেশ।)

আ মলো, এখানেও আবার সেই পাগলীটে এয়েচে।

বিন্ধ্য। আমি পাগলী ?—দেখবি তোর ভণ্ডামি ভাঙ্গবো !

হরি। (বাবুর প্রতি) মশায়, এই স্ত্রীলোকটীই দেআমার

বৈদ্যের সন্ধান বলে দিয়েচিলেন।

রমে। উনি যদি অমন করে ভিতরকার সন্ধান না বলে দিতেন তা হলে আমরা বৈদ্যকেও আনতে পারতেম না, আ আপনার কন্যাও আরাম হতেন না।

বৈদ্য। (স্বগত) ওঃ এতক্ষণে বুঝতে পারলেম ব্রাহ্মণীই য কাণ্ডের গোড়া! উঃ কি বুদ্ধি!! সাধে কি আর শা কারেরা লিখেচে "স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'!!!

রমে। (বিন্ধ্যের প্রতি) এই দেখুন বাবুর কন্যা আপনা অনুগ্রহে আরাম হয়েছেন।

বৈদ্য। ওর অনুগ্রহে কি,—আমার চিকিৎসার বুঝি প্রশংস নেই।

রমে। আজ্ঞে তা আর একবার করে বলতে, আপনি সাক্ষা ধন্বন্তরী। কিন্তু উনি যদি অমন করে না চিনিয়ে দিতেন তা হলে কি আমরা আপনাকে আনতে পারতেম।

বিন্ধ্য। উনি যা চিকিচ্ছে করেচেন তা মা গঙ্গাই জানেন।

বৈদ্য। থাম্ থাম্ বকিস্‌নি!—মশায় তবে আর বিবাহের বিলম্ব করচেন কেন কেন? 'শুভস্য শীঘ্রং'।

গোকু। হাঁ তবে হোক।

সৌর। (জনান্তিকে) তবে আর কি বাবুও ত রাজি হলেন আর তোমায় পায় কে?—ধন্যি মেয়ে বাবু তুমি, যেমন ধনুকভাঙ্গা পোণ করেছেলে, তা মা কালী তেমনি তোমার মনোবাঞ্ছা পুন্ন করেছেন।

গোকু। (কাদম্বিনীর হস্ত ধরিয়া) কাদম্বিনী, তুমি যে আবার কথা কইতে পারবে, এ আমি স্বপ্নেও জানতেম না, কিন্তু অদ্য ঈশ্বর ইচ্ছায় আর এই ধন্বন্তরীরূপী বৈদ্যের চিকিৎসার বলে তুমি যে আরোগ্য লাভ করে আবার কথা কয়েচ এতে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, বলতে পারি নে। কিন্তু মনুষ্যের আশা কিছুতেই তৃপ্ত নয়, একটা পূর্ণ হতে না হতে নূতন আশার উদয় হয়, আমারও তেমনি তোমার কথা শুনবো এই আশাই ছিল, সে আশা যদি পূর্ণ হলো ত তখনি দ্বিতীয় আশার সঞ্চার হলো তোমার বিবাহ দিব,—সেই আশা পূরণের নিমিত্ত, পুরন্দর অদ্যই আমার কাদম্বিনীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করলেম। (সম্প্রদান।) কাদম্বিনী তোমারই! আজ আমার কি শুভদিন, কি সুখের দিন, কি আনন্দের দিন!—একই দিনে আমার সকল আশা পূর্ণ হলো, আমার প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার প্রতিপালন হলো,—এখন ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে তিনি যেন তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

(বর ও কন্যার প্রণাম।)

বৈদ্য। রও, রও, মন্ত্রটা বলি,—বল, নমঃ আঙ্গীরস, বারস্পত্য, শ্রীদধিপতয়ে নমঃ—দুরহোগগে ছাই গোলমাল হয়ে গেল।

বিন্ধ্য। থাম না আর আপনাআপনি ধরা দাও কেন?—এখন বিদেয়টা ভাল করে বুঝে নাও।

বৈদ্য। নিই, আর নাই নিই, তোর সে কথায় কাজ কি? তোকে ত এক পয়সাও দেব না। (স্বগত) ব্রাহ্মণীটে বড় মন্দ কথা বলে নি। (জনান্তিকে) বাবা বিয়ে ত করলে, এইবার আমার বিদেয়ের বিষয়টা একবার নেক নজর কর।

পুর। (জনান্তিকে) তার জন্যে আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না, আপনি এখান থেকে যা পাবেন, আমি তার দ্বিগুণ দেব; আগে বাড়ী যাই।

বৈদ্য। আঃ বেঁচে থাক, চিরজীবি হও, আশীর্ব্বাদ করি ধনে পুত্রে তোমার লক্ষ্মী লাভ হোক। (বাবুর প্রতি) মশায় আপনার কাছে আমার একটী নিবেদন আছে, আমি আপনার কাছে স্বধু বৈদ্যের বিদায় পাব না, আর দুটো পাব!—একটা ঘটক বিদায়, একটা পুরুত বিদায়। আমি একে তিন, তিনে এক!

গোকু। আজ্ঞে হাঁ যা বলেচেন তা সত্য!—রমেশ বৈদ্যরাজকে পাঁচ শ টাকা নগদ আর এক জোড়া সাল দাওগে।

বৈদ্য। যথেষ্ট হয়েছে, আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম বলতে পারি নে, আমার ইচ্ছে হয়, রোজ রোজ আপনার কন্যা বোবা হোক আর আমি এমনি করে আরাম

কোরে আপনার কাছথেকে খুসি হয়ে বিদায় হয়ে যাই।

রমে। মশায় এ স্ত্রীলোকটীরও কিছু পাওয়া উচিত।

বৈদ্য। হাঁ একটী অর্দ্ধ চন্দ্র।

গোকু। আচ্ছা, ওকে একখানি গরদের সাড়ী আর দশটী টাকা নগদ দাওগে।

বৈদ্য। না, না, অত কেন?—একটা আদলা পয়সা দিলেই ঢের হতো।

রমে। তবে আপনারা দুজনে আমার সঙ্গে আসুন।

বৈদ্য। তবে মশায়রা বসুন, আমি চললেম,—যদি কোন রূপ বেয়াদুপি করে থাকি ত নিজগুণে মাপ করবেন।

(পটক্ষেপণ।)